পাখি

- মা আমি একজনকে ভালোবাসি, তুমি বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা বন্ধ করো।

রাকার একথা শুনে রিনা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

- আগেই তো বলতে পারতিস রাকা। কতবার জিজ্ঞাসা করেছি...

- হ্যাঁ... বলতে পারতাম... কিন্তু পারিনি।

মুখে একটু কৌতুক নিয়ে রিনা জিজ্ঞাসা করলেন,

- কেন রে? মেয়ে তামিল নাকি? বাবা! দু'বছর চেন্নাইতে কাটিয়ে একদম তামিল আনবি।

- না মা। বাঙালি।

- ওহ! তাই বল। তা কি নাম বৌমার? বাড়িতে আন একদিন। ওদের বাড়িতে গিয়ে তো কথাও বলতে হবে। একা মানুষ কত কিছু করব, তাও যদি তোর বাবা থাকত...

- অনিমেষ...

- হ্যাঁ! কি বললি? অনিমেষ চেনে? হ্যাঁ, চেনাই স্বাভাবিক।

- না, মা! আমি অনিমেষকে ভালোবাসি...

চমকে উঠলেন রিনা.. এটা কি বলছে রাকা? তিনি কি ঠিক শুনলেন?

- এটা কী বলছিস তুই রাকা... মাথার ঠিক আছে তো?

খুব ঠান্ডা গলায় রাকা বলল...

- হ্যাঁ মা ঠিক আছে। আজ একদম মাথা ঠিক, পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই বলতে পারলাম। আমি অনিমেষকে ভালোবাসি। সমাজের চোখে আমি অপরাধী হতে পারি। তবে আর নিজের কাছে হতে পারছি না। আমি জোর গলায় বলতে চাই, মা আমি 'গে', সমকামী...

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে রিনাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রাকা বেরিয়ে গেল।

রিনা চুপ করে বসেই রইলেন। রাকার কথাগুলি রিনার কানে বাজছে। একি বলে গেল রাকা.. তার ছেলে 'গে', একটা ছেলেকে ভালোবাসে... আত্মীয়স্বজন কী বলবে? কী ভাববে? কী করবে রিনা এবার... উফফফ! মাথায় যেন আকাশটা ভেঙে পড়বে। অনিমেষ, যে রাকার রুমমেট, তাকে রাকা ভালোবাসে? ওরা তো একঘরেই থাকে.. তবে কী??? নাহ! আর ভাবতে পারছে না রিনা।

রাতে খেতে দেওয়ার সময় রিনা দেখল রাকার চোখ থেকে জল পড়ছে। রিনাও রাতে কিছু খেতে পারল না।

রাত তখন প্রায় আড়াইটে.. রিনা তাকিয়ে আছে তার স্বামী অরুণের ছবির দিকে... রাকা যখন পাঁচ বছরের তখন অরুণ চলে গিয়েছে। আজ অরুণ থাকলে কী বলত, তাই ভাবার চেষ্টা করছে রিনা।

অরুণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা সবার থেকে.. তাই তো রিনা ভালোবেসে ছিল অরুণকে। ওরকম ভালো স্কলার, সে কিনা বাড়ির অমতে আর্মি জয়েন করল। কারণ অরুণ কখনও ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে থাকতে চাইনি। সত্যি তো আজ মেজর অরুণ রায় থাকলে কী বলত, সেটাই ভাবার চেষ্টা করছে রিনা।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রিনা... হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গেল রিনার। স্বপ্নটা প্রায় ৩৫ বছর আগের... তখনও বিয়ে হয়নি অরুণ ও রিনার। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তখন। একদিন ময়দানে অরুণ আর রিনা বসে.. হঠাৎ রিনা জিজ্ঞাসা করল অরুণকে,

- আচ্ছা তোমার বাকি বন্ধুদের যে দেখি তাদের বান্ধবীদের কতভাবে নজরে রাখে, কার সঙ্গে কথা বলছে, কী করছে সব দেখে রাখে। তুমি তো করো না..

শুনে শুধু হেসেছিল অরুন।

তাকে হাসতে দেখে গম্ভীর হয়ে রিনা বলেছিল,

- বুঝেছি.. বুঝেছি। কত যে ভালোবাসো...

তখন অরুণ শান্ত গলায় বলেছিল...

- পাখিকে যদি হাতের মুঠোয় ধরে রাখার চেষ্টা করো, তাহলে কিছুদিন রাখতে পারবে। তবে যদি একটু অন্যমনস্ক হও, তাহলে পাখি সেই যে উড়ে যাবে, আর ফিরে আসবে না।

শুনে চুপ করে গিয়েছিল রিনা...

ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার পর রিনা ভাবছে.. রাকা যে কথাগুলো বলছিল তখন ঠিক অরুণেরই মতো লাগছিল।

আচ্ছা! যে আত্মীয়দের কথা ভাবছে রিনা, তারা কোথায় ছিল যখন অরুণ চলে গেল, যখন অরুণের পেনশন দু'বছর আটকে ছিল, তখন কোথায় ছিল তারা...

সেদিন অরুণ রিনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল। আজ অরুণের সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। রিনা থাকবে রাকার হাত ধরে...উড়তে দেবে তাকে তার আকাশে। যেমন সেদিন নীরবে অরুণ রিনাকে উড়তে দিয়েছিল, দিয়েছিল স্বাধীনতা।